দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2 9 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিক্ষক-ছাত্র দলীয় রাজনীতি করতে পারবেন না ॥ চ্যান্সেলর হবেন রাষ্ট্রপতি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমব্রেলা এ্যাক্টের খসড়া মন্ত্রণালয়ে জমা

মোশতাক আহমেদ ॥ উপাচার্য নিয়োগে একজন অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্যের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি গঠন, ডিন, সিনেট-সিন্ডিকেট নির্বাচন বন্ধ করা, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষক ও ছাত্রদের সরাসরি দলীয় রাজনীতির পথ রুদ্ধ করা সহ নতুন নতুন নিয়ম করে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত অভিন্ন আইনের খসড়া বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। দেশের ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত 'আমব্রেলা এ্যাক্ট অব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' নামে এই অভিন্ন আইনের খসড়া যাচাই বাছাইয়ের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। তারপর সেটি আইন করে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হবে। এই আইন চালুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন বাতিল হয়ে যাবে। নতুন আইনের আওতায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবেন রাষ্ট্রপতি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের বেশির ভাগ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে নয়া আইনে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান সচিব মোহাম্মদ মোফাক্কেরের বিরুদ্ধে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছেন।

সূত্রমতে, অভিন্ন আইনের খসড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক-ছাত্র দলীয় (১২-এর পাতার পর)

উপাচার্য, প্রোঃ উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে দলীয়করণ বন্ধ করে যোগ্য ও সৎ শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে শিক্ষা সচিবকে প্রধান করে সরকার ঘোষিত সাত সদস্যর সার্চ কমিটির পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একজন অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্যের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। কমিটিতে অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য ছাড়া বাকি চারজন্য সদস্য হবেন সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

খসড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, সিনেট ও সিন্ডিকেট নির্বাচন বন্ধ করে নমিনেশনের মাধ্যমে এসব পদ পূরণের কথা বলা হয়েছে। ডিন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুষদের সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ডিন মনোনীত করা হবে। প্রচলিত পদ্ধতির মতো আর ডিন নির্বাচন হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মূল বডি সিন্ডিকেট এবং সিনেট সদস্য নির্বাচনও এক প্রকার বন্ধ করে নমিনেশনের মাধ্যমে এসব পদ পূরণের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এসব পদ পূরণ করা হবে।

নতুন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরাসরি বিভিন্ন দলের হয়ে রাজনীতি করার পথ রুদ্ধ হচ্ছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, শিক্ষকরা সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে পারবেন না। তারা কোন অবস্থাতেই সরাসরি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। কোন শিক্ষক যদি জাতীয় কিংবা স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চান তবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগেই অবসর নিতে হবে। শিক্ষকদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতিও বন্ধ করা হচ্ছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগামহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলীয়করণ হয়ে আসছে অনেকদিন ধরেই। বিদায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে রাতের আঁধারেও উপাচার্যের চেয়ার দখলের মতো ঘটনা ঘটে। দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্যর খবর হরহামেশাই প্রকাশ হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইনের অপব্যবহারও হচ্ছে যথেচ্ছার।এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অভিন্ন আইন চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে "আমব্রেলা এ্যাক্ট অব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" নামে এই আইনের খসড়া তৈরির নির্দেশ দেয় সরকার। বেশ কিছুদিন কাজ করার পর অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান খসড়া জমা দেয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম জনকণ্ঠকে এই খসড়া আমব্রেলা অ্যাক্টের উল্লেখিত বিভিন্ন সুপারিশের কথা স্বীকার করে বলেন এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তিনি বলেন, এই আইন চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পুরনো আইন বাতিল হয়ে যাবে।